- মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে অথবা ভেজা জমিতে এ ওষুধ কখনো ব্যবহার করবেন না।
- একর প্রতি আনুমাকিন ১৮ গ্রাম বিষ-বড়ি প্রয়োজন।

গুদামে ও বাড়িতে ইঁদুর দমন :

ইঁদুর যাতে ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য প্রথমেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এতে কাজ না হলে ফাঁদ (ইঁদুর কল) পেতে ইঁদুর ধরা বা বিষটোপ দিয়ে ইঁদুর মারার ব্যবস্থা করুন।

- গুদাম ও বাড়ি পরিস্কার রাখুন।
- বীজ এবং দানা শস্য টিনের বা লোহার তৈরি সীড বীন, খালি ড্রাম, সিমেন্টের পাত্র, পোড়া অথবা কাঁচা মাটির কুঠি বা ঠেকার মত পাত্রে রাখুন যাতে ইঁদুর ঢুকতে না পারে।
- গোলায় ফসল রাখলে গোলাটি মাটি থেকে অন্ততঃ ২ হাত উঁচুতে বসান। গোলার গোড়ার দিকে চারপাশ ঘুরিয়ে ফুট খানেক চওড়া একটি টিনের পাত লাগিয়ে দিন। এতে মাটি থেকে ইঁদুর লাফ দিয়ে অথবা বেয়ে গোলায় উঠতে/ঢুকতে পারবে না।

ফাঁদ ও ইঁদুর কল পেতে ইঁদুর ধরা

- ইঁদুর ধরার ফাঁদের সঙ্গে অনেকে পরিচিত হলেও ফাঁদ ব্যবহার করার সঠিক পদ্ধতি জানা না থাকায় অনেক সময় ফাঁদে ইঁদুর ধরা পড়ে না।
- ফাঁদ সাধারণতঃ দু-রকমের হয়। একটিতে ইঁদুর জ্যান্ত থাকে। অন্যটিতে ইঁদুর সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।
- ফাঁদে ইঁদুর ধরে, অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেবেন না। এতে কোন লাভ হয় না। ফাঁদ সমেত জলে ডুবিয়ে ইদুর মেরে ফেলুন এবং মাটিতে পুতে ফেলুন।
- ইঁদুর যে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে, সে রাস্তায় খুব কাছে আড়াআড়িভাবে ফাঁদটি পেতে রাখুন।
- প্রতিবার ফাঁদ পাতার আগে ফাঁদটি সাবানজলে ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে ব্যবহার করুন। অন্যথায় কোনও কারণে ফাঁদে কোন দুর্গন্ধ হলে ইঁদুর ধরা পড়বে না।
- ইঁদুরের সংখ্যা বেশি হলে ফাঁদের বদলে বিষ-টোপ ব্যবহার করুন।

অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট বিষটোপ ব্যবহার করে ইঁদুর দমন ঃ

- বাড়িতে বা গুদামে জিঙ্ক ফসফাইড/অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইডের মত অতি বিষাক্ত ওষুধ ব্যবহার করবেন না।
- নিরাপত্তার জন্য অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করুন। এসব বিষের তীব্রতা কম এবং পর-পর কয়েকদিন খাইয়ে ইঁদুর মারতে হয়। ইঁদুর মরে ধীরে ধীরে, ভেতরে ভেতরে রক্তক্ষরণে ফলে।
- অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ড জাতীয় ওষুধ বাজারে ওয়ারফারিন, রোডাফারিন, রেটাফিন নামে কিনতে পাওয়া যায়।
- উপযুক্ত খাবারের সঙ্গে একটু খাওয়ার তেল এবং গুড় বা চিনি মাখিয়ে নিন। উনিশ ভাগ খাবারের সঙ্গে ১ ভাগ ওষুধ (মোট ২০ ভাগ) মিশিয়ে বিষ-টোপ তৈরি করুন। এই বিষয়-টোপ ইঁদুর চলাচলের রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট পাত্রে রেখে দিন। জায়গা বদল না করে পর-পর অন্ততঃ ৭/৮ দিন এভাবে বিষ-টোপ দিন। বাড়তি বিষ-টোপ রোজ সকালে তুলে নিন।
- এই বিষ-টোপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি ফল না পান তাতে হতাশ হবেন না। এই বিষের ক্রিয়া মন্থর। কখনও কখনও ফল পেতে ২০ দিনও লাগতে পারে।
- এই জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে বিষ-টোপ দেওয়ার আগে বিষ ছাড়া টোপ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের (উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) পক্ষে কর্ম সংযোজক **ডঃ বিকাশ রায়** কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত (দূরভাষ : ০৩৫২৬-২৬৩৬৫৩)
কারিগরী তথ্য: **শ্রী ধনঞ্জয় মন্ডল**
বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ (শস্য সুরক্ষা বিভাগ)।

ইঁদুর দমন

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর ॥
পিন : ৭৩৩২১৬ ফোন : ০৩৫২৬-২৬৩৬৫৩

ইঁদুর দমন

কৃষকের প্রচলিত ধারণায় রোগ ও কীটপোকা ফসলের প্রধান শত্রু হিসাবে বিবেচিত হয়। তাই রোগ ও কীটপোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার ব্যাপারে কৃষক আজকাল অনেকটাই সজাগ। কিন্তু ইঁদুরও প্রভূত পরিমাণে ফসলের ক্ষতি করে থাকে এবং বিশেষ করে ইঁদুরের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার আগ্রহ ও চেষ্টা তার তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া ইঁদুর কিভাবে কতটা ক্ষতি করে সে বিষয়ে কৃষকের সঠিক ধারণারও অভাব আছে। এজন্য ইঁদুর দমনের কাজটিও খুব সহজ নয়। ইঁদুরের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যার ফলে এরা মানুষের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিতে পারে। জমি ও গুদামজাত অবস্থায় মোট ৭-৮ শতাংশ ফসলের ক্ষতি করে।

- ইঁদুরের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। খাবারের অভান না হলে একজোড়া ইঁদুর থেকে প্রতি বছরে তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৮০০টি।
- ইঁদুর খাবার না পেলে ৭দিন আর বিনা জলে ২দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।
- ইঁদুর সন্দেহবাতিক। এজন্য এরা সহজে বিষটোপ খেতে চায় না।
- আমাদের দেশে জন প্রতি ৫/৬টি ইঁদুর আছে। মোট সংখ্যা প্রায় ৫০০ কোটিরও বেশি।
- প্রতি ইঁদুর বছরে ৩.৬৫ কেজি খাদ্যশস্য খায় এবং কেটে নষ্ট করে এর ১০ গুণ।
- দেশে যতটা খাদ্য শস্য তৈরী হয় তার প্রায় ২০ ভাগের ১ ভাগ ইঁদুরের পেটে যায়।
- প্লেগ, টাইফাস, জনডিস্ প্রভৃতি মারাত্মক রোগের বাহক-কীট ইঁদুরের গায়ে থাকে। রোগগুলি ইঁদুর থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে।
- ইঁদুর কাপড়-চোপড়, বই, কাগজ প্রভৃতি ঘরের অনেক দরকারি জিনিসপত্র কেটে নষ্ট করে।
- আইল, সেচ-নালা ও বাঁধের মাটি গর্ত করে দিয়ে যথেষ্ট ক্ষতি করে।

ইঁদুরের এইসব বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে এবং সেই অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ইঁদুর দমন করা নিশ্চয়ই সম্ভব। এ বিষয়ে সকলের সজাগ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

ইঁদুর আছে তার প্রমাণ কি ?

চোখের সামনে ইঁদুরকে ছুটোছুটি করতে না দেখলেও কতকগুলি চিহ্নের দিকে নজর রাখলে বোঝা যায় যে ধারে-কাছে ইঁদুর আছে। যেমন–

- সুড়ঙ্গের মত বা খোবলানো গর্তের পাশে ঝুরঝুরে মাটি পড়ে থাকা।
- ভাঁড়ার ঘরের এদিক-ওদিক ইঁদুরের নাদি পড়ে থাকা (ভিজে ভিজে হলে বোঝা যাবে ইঁদুর কাছেই আছে।)
- ধূলো, ময়লা বা আলগা মাটির উপরে ইঁদুরের পায়ের বা নখের ছাপ।
- কাঠের তাক বা দেওয়ালে তেল-তেলে ছাপ।
- চাল, ডাল প্রভৃতির বস্তা দাঁতে কাটার দাগ।

এই চিহ্নগুলো চোখে না পড়লেও বা বোঝা না গেলেও কিন্তু ইঁদুর থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ইঁদুরের অস্তিত্ব আছে কি না সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে। সাধারণ খাবার-দাবারের বদলে নতুন কোন ভালো খাবারের টোপ ফেলে রাখতে হয়। খাবার যদি না থাকে বা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে বুঝতে হবে ইঁদুরই খেয়েছে।

ইঁদুর কখন দমন করবেন ?

ফসলের মাঠে (জমিতে) ইঁদুরের আস্তানা একর প্রতি ৪/টি থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুর দমনের ব্যবস্থা নিন। ইঁদুরের আস্তানা বেড়ে একর প্রতি ১০/১২টি হলে ফসলেরর বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

ফসলের মাঠে ইঁদুর দমনের সবচেয়ে ভালো সময় হল আশ্বিন-পৌষ মাস ও ফাল্গুন-চৈত্র মাস। গুদাম বা বাড়ির ইঁদুর যে কোন সময়ই দমন করা যায়।

ফসলের মাঠে বা ক্ষেতখামারে ইঁদুর দমন :

- ফসলের মাঠে বা মাড়াই-এর জায়গায় সাধারণতঃ দুটো পদ্ধতিতে ইঁদুর দমন করা যায়। জিঙ্ক ফসফাইড দিয়ে তৈরি বিষটোপ ব্যবহার করে অথবা অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইডের বিষ বড়ি প্রয়োগ করে।
  - সুবিধা অনুযায়ী যে কোন একটি বা পর-পর দুটো পদ্ধতিই কাজে লাগানো যায়।
  - জিঙ্ক ফসফাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড মারাত্মক বিষ।

মাঠে এই ওষুধগুলো খুব সাবধানে ব্যবহার করুন। ঘরে বা গুদামে ইঁদুর দমনের জন্য এই ওষুধ ব্যবহার করবেন না। মাঠে গাছের তলে ডাল ও বাঁশ পুঁতে দিন। পেঁচারা বসতে পারবে ও ইঁদুর দমন করতে পারবে।

জিঙ্ক ফসফাইডের বিষটোপ :

- বিষটোপ তৈরির জন্য আটা, ময়দা, রুটি, গম, চাল, ছোলা প্রভৃতির যে কোন একটি খাবার হিসাবে ব্যবহার করুন।
- খাবারের সঙ্গে কিছু সরষের তেল বা ঘি মেশান যাতে খাবারটি তেলে বেশ ভালোভাবে ভিজে যায়। এতে জল দেবেন না।
- প্রতি ১০০ গ্রাম খাবারে ২ গ্রাম হিসাবে জিঙ্ক ফসফাইড গুঁড়ো মিশিয়ে বিষটোপ তৈরী করুন।
- ওষুধ হাত দিয়ে মেশাবেন না। কাঠের বা বাঁশের হাতা দিয়ে মেশান।
- বিষটোপ প্রয়োগ করার আগে কয়েকটি জায়গায় ৩/৪দিন বিষ ছাড়া টোপ সন্ধ্যার আগে দিন। এই টোপ কয়েকদিন খাওয়ার পর সন্ধ্যার দিকে সেসব জায়গায় বিষটোপ দিন।
- ইঁদুরের আস্তানার সংখ্যার উপর ওষুধের পরিমাণ নির্ভর করে। এক একরে প্রায় ১৫ গ্রাম জিঙ্ক ফসফাইড প্রয়োজন।

অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইডের বিষ বড়ি

- এই বিষ-বড়ি বাজারে সেলফস বা ফসফিউম নামে কিনতে পাওয়া যায়। বাতাসের সংস্পর্শে এই বিষ-বড়ি থেকে রসুনের মত তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত বিষাক্ত গ্যাস বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়।
- ইঁদুরের গর্তগুলির উপর সতর্ক নজর রেখে ইঁদুরের আসা-যাওয়া আছে এমন গর্তগুলি চিহ্নিত করুন। একটি গর্তের মুখ খোলা রেখে বাকী মুখগুলো বন্ধ করে দিন।
- একটি বাঁশের বা টিনের চোঙ দিয়ে বিষ বড়ি গর্তের যতটা সম্ভব ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ইঁট, পাথর, কাদামাটি দিয়ে গর্তের মুখটি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিন।
- ইঁদুরের এক-একটি আস্তানায় ১.৫ গ্রাম মত বিষ-বড়ি দিন।
- ইঁদুরের গর্তে বিষ প্রয়োগ করার সবচেয়ে ভালো সময় হল সকাল বা দুপুর যখন ইঁদুর গর্তের মধ্যে থাকে।